মহালগ্ন

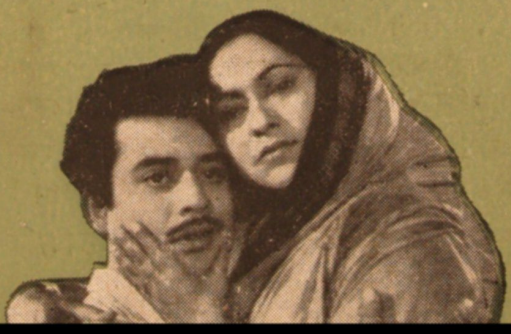

দীপ্তি ফিল্মসের নিবেদন

মহালগ্ন

কাহিনী * চিত্রনাট্য * সংলাপ * পরিচালনা : **কনক মুখার্জী**

প্রযোজনা : **শ্রীমতী দীপ্তি দত্ত**

সঙ্গীত পরিচালনা : **কালিপদ সেন** ॥ চিত্রগ্রহণ : **দিব্যেন্দু ঘোষ** সম্পাদনা : **অমিয় মুখার্জী** শব্দগ্রহণ : **জে ডি ইরানী, অনিল দাশগুপ্ত** ॥ শিল্পনির্দেশনা : **সুনীল সরকার** ॥ সহযোগী পরিচালক **পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী** ॥ কর্মসচিব : **দিলীপ নন্দী** ॥ গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক ব্যানার্জী ॥ রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল, দেবীদাস হালদার ॥ সাজসজ্জা : ষ্টুডিও সাপ্লায়ার ॥ কেশসজ্জা : শেখ ফরহাদ, পীয়ার আলি ॥ পটশিল্প : নবকুমার কয়াল, বলরাম চ্যাটার্জী ॥ সঙ্গীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ পরিচয় লিখন : শচীন ভট্টাচার্য ॥ স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ ॥ প্রচার অঙ্কনে : এস স্কোয়ার ॥

প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত

প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন**

নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে : হেমন্তকুমার মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, মৃণাল চক্রবর্তী, তরুণ ব্যানার্জী, প্রতিমা ব্যানার্জী, সুমিতা ঘোষ, দীপালি ঘোষ দস্তিদার, চিত্ত মুখার্জী, অমল মুখার্জী।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ও টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে আর সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর বি মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

সহকারীবৃন্দ :: পরিচালনায় : বিশু ব্রহ্ম, দিলীপ নন্দী, মলয় মিত্র, নবব্রত মুখার্জী ॥ সংগীত পরিচালনায় : অলোক দে, ॥ চিত্রগ্রহণে : পিন্টু দাশগুপ্ত ॥ শিল্পনির্দেশনায় : রবীন দত্ত, গোপী সেন ॥ সম্পাদনায় : জয়দেব দাস ॥ শব্দযন্ত্রে : সিক্ত নাগ ॥ সংগীত গ্রহণ : জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ ব্যবস্থাপনা : বিশু রায়, দুলাল দে, যোগেশ বসাক ॥

★ চরিত্রচিত্রণে ★

অনুপকুমার

সন্ধ্যারাণী * বিকাশ রায় * পাহাড়ী সান্যাল * ভানু ব্যানার্জী * তরুণকুমার * সুখেন দাস জহর রায় * পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী * নৃপতি চ্যাটার্জী * শ্যাম লাহা * বীরেন চ্যাটার্জী অমূল্য সান্যাল * মণি শ্রীমানী * শ্রীমান সমীরণ * দেবজিৎ * মলিনা দেবী রেণুকা রায় * বাসবী নন্দী * কল্যাণী ঘোষ ও সুমিতা সান্যাল

সহঃ চরিত্রচিত্রণে :: গোপেন মুখার্জী, অনিল গুহ, বুবু গাঙ্গুলী, সুশীল দাস, অশোক মুখার্জী, কালিপদ চক্রবর্তী, শক্তি মুখার্জী, হিমাংশু, অনিল দত্ত, মলিন মুখার্জী, লক্ষ্মী দাস, সর্বোত্তম, গজা, বিভা কোটাল, সতু, ঋষি, বিশু, দুলাল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ননা চ্যাটার্জী (স্ট্যাণ্ডার্ড মেডিক্যাল হল) ॥ অনিল দত্ত ॥ অন্নদা ভট্টশালী ॥ সঞ্জীব মুখার্জী মঞ্জুরূপা) ॥

পরিবেশনা : **ভবতারিণী পিকচার্স**

কাহিনী

সর্বস্ব খুইয়ে অরুণা স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র আলোর হাত ধরে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়ালো।

আশ্রয় দিয়েছিলেন অপুত্রক আশু ডাক্তার আর তার স্ত্রী আশা। মৃত্যুকালে আলোকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে শেষ নিশ্বাস ফেললো অরুণা। আশু ডাক্তার আর আশা আলোকে বুঝতে দিল না যে, সে তাদের কেউ নয়। সে জানলো তার মা নেই বটে, কিন্তু মামা-মামী আছে। মা-বাপের অভাব সে আদৌ বুঝতে পারলো না।

আশু ডাক্তার আর আশা দুজনের মনেই একটা গোপন ব্যথা ছিল পুত্রহীনতার। কিন্তু আলোকে পেয়ে তাঁরা সব ভুললেন।

কিছুদিন পরে আশা একটি কন্যা সন্তান লাভ করলো। নাম রাখা হলো ছায়া। আলো আর ছায়া, ভাই আর বোন একসঙ্গে বড় হতে লাগল।

স্রোতস্বিনী নির্ঝরিণী আপন খেয়ালে চটুল ছন্দে বয়ে চলে মোহনার উদ্দেশ্যে। সে চলায় বাধার সৃষ্টি করলে গর্জে ওঠাই প্রকৃতির নিয়মে নদীর স্বভাব। এ কথা আশু জানে তাই আলোর কাজে বাধা দেয় না কখনও। সে আপন খেয়ালে বেড়ে ওঠে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করে সে, তাই গ্রামের লোক কেউ ভয়ে কেউ ভালবেসে বলে—কালাপাহাড়!

আশার দূরসম্পর্কের মামী — মনিবালা পুত্র পল্টনকে নিয়ে আচমকা গ্রামে এসে হাজির হন। ছায়ার বিয়ের পর সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব যাতে পল্টন পায় তারই জন্য মনিমামী কোমর বেঁধে লাগেন।

হারু বাঁড়ুজ্যে ঋণ শোধের অন্য পথ না পেয়ে ভাইঝি রমাকে তুলে দিতে চায় অশীতিপর বৃদ্ধ সুদখোর মহাজন বামাপদর হাতে। আলো তার দলবল নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা বানচাল করে দিয়ে এ অন্যায়ের প্রতিকার করে। খবর পেয়ে ছুটে আসে

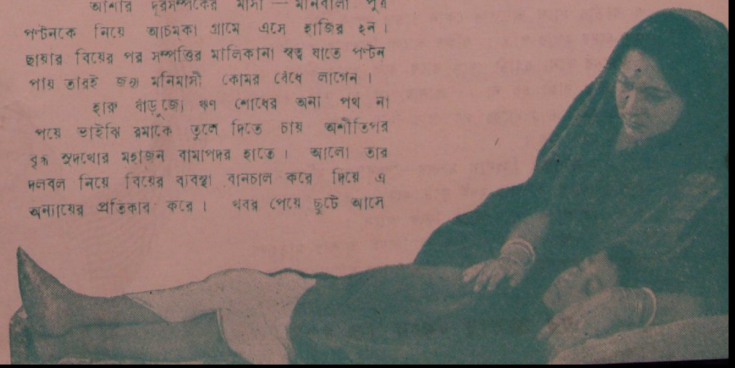

আশু ডাক্তার। এতবড় অন্যায়ের প্রতিবিধান স্বরূপ রমাকে আশু ডাক্তার পুত্রবধূরূপে বরণ করে নেয়। কালাপাহাড় সোনার শেকলে বাঁধা পড়ে।

গ্রামের জীবন চাটুজ্যের প্রবাসী পৌত্র শিল্পী প্রদীপ গ্রামে ফিরে আসে। আলো তার দলবল নিয়ে চাটুজ্যের পড়োবাড়ি মেরামত করে বাসোপযোগী করে তোলে। প্রদীপকে নিয়ে এসে আলো মামা-মামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। আশার ছবি আঁকার অবকাশে প্রদীপের মনে ছায়ার ছবিই প্রতিয়মান হয়। তার স্বাভাবিক প্রতিফলন দেখা দেয় ছায়ার কুমারী মনে। সবার অজান্তে দু'জন দু'জনকে ভালবেসে ফেলে।

স্ত্রীর অনুরোধ আর মামা-মামীর ইচ্ছে মাথায় নিয়ে আলো চাকরি খুঁজতে কোলকাতা রওনা হয়। কিন্তু কোলকাতা যাওয়া আর তার হয় না, পথে খবর পেয়ে জনৈক দরিদ্র চাষীকে মহাজনের কুটিল অভিসন্ধি থেকে বাঁচাতে ছুটে যায়।

স্থানীয় দারোগা এসে আশুকে জানায় যে মহাজন বামাপদ আলোর নামে থানায় ডায়েরী করেছে। অপমানে ক্রুদ্ধ আশু খুঁজতে বেরোয় আলোকে। অভিমানে অন্ধ আশা অস্থির হয়ে আলোর ফেরার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে।

আলো বাড়ী ফেরে। আশা তীব্র রাগে ফেটে পড়ে। দু'চোখ ভরা জল নিয়ে আলো ছুটে চলে যায়। আশা বুক ভরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মনিমাসীর দু'চোখ আশার আলোয় ভরে ওঠে।

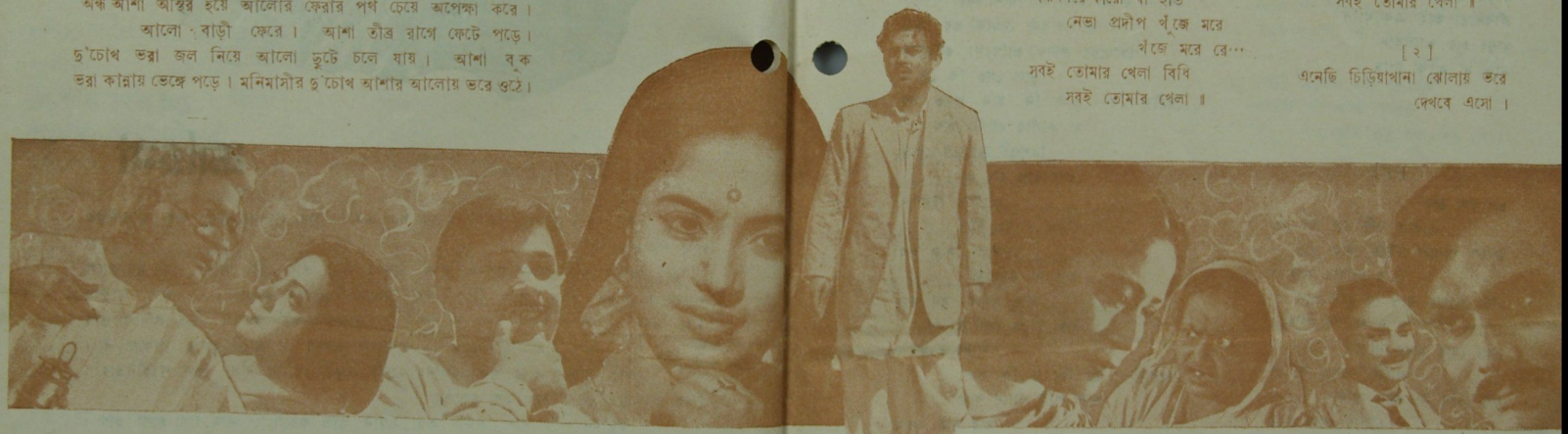

আশু ডাক্তার জানে আলো একদিন তার মাতুলমা মামীমার কোলে ফিরে আসবেই, তাই দিনুদার পরামর্শে তাকে জব্দ করতে স্ত্রী আশাকে নিয়ে কাশী রওনা হয়।

ভগবান যেন মনিমাসীকে অভাবনীয় সুযোগ এনে দেন। আলো বাড়ী ফিরে আসে। মনিমাসী জানায় যে এ বাড়ীর সাথে আলোর কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। সে শুধু এদের কৃপার পাত্র। স্তম্ভিত আলো দিশেহারা হয়ে যায়। চিরদিনের জন্যে এবাড়ী ছেড়ে যাবে বলে রমার কাছে যায়। রমা যেতে রাজী হয় না। জানায়, যে মা তার হাতেই যাবার সময় এ সংসারের সব ভার দিয়ে গেছে। আলো একাই চলে যায়।

কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দিরে—বিশ্বনাথের মূর্তির মাঝে আশার চোখে আলোর মুখই ফুটে ওঠে। তাই অনন্যপায় আশু আশাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে।

নিঝুম নিস্তব্ধ বাড়ীতে পা দিয়েই আশার মাতৃহৃদয় অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেঁদে ওঠে। জানতে চায় আলো কোথায়?

এর জবাব দেবে কে?

সঙ্গীত

[১]

বন্ধুরে—
কারো পশ্চিমে ডুবিল সুরয
কারো পুবে সে ঐ ওঠে
কেউ পেল শুধু কাঁটার জ্বালা
কারো ফুলগুলি যে ফোটে
সবই তোমার খেলা বিধি
সবই তোমার খেলা ॥
ঝড়ের বাতি কারো ঘরে
চক্ষু পোড়ায় আলোয় ভরে
চক্ষু পোড়ায় রে···
অন্ধকারে কারো বা হাত
নেভা প্রদীপ খুঁজে মরে
খুঁজে মরে রে···
সবই তোমার খেলা বিধি
সবই তোমার খেলা ॥

পায়ে তোমার পড়ি
পায়ে মাথা খুঁড়ে মরি···
ভাঙা গড়ার খেলা তোমার
খেলা ভাঙার খেলা
সকাল ছিল আলোয় ভরা
আঁধার সন্ধ্যাবেলা
কেন নিয়ম এমন ধারা
করলে জীবন ছন্নছাড়া ॥
মা হারানোর ব্যথায় কাঁদে
প্রাণের একতারা।
সবই তোমার খেলা বিধি
সবই তোমার খেলা ॥

[২]

এনেছি চিড়িয়াখানা ঝোলায় ভরে
দেখবে এসো।

দুখের মেঘে সুখের আকাশ
কারো গেল ঢেকে
আবার আকাশেরই পাখিরে কেউ
নিল খাঁচায় ডেকে
হায়রে স্নেহের খাঁচায় ডেকে··
যার যেমন কপাল
সেই কপাল গুণেই
পাওনা যে ভাই জোটে ॥
মেঘ ডাকাত ঐ আকাশ হতে
চাঁদ যে লুটে নিল
আলো লুটে নিল···
আমার চক্ষু দুটি অন্ধ করে দিল
বন্ধু আলো লুটে নিল···
এই আঁধার রাতে
একটি তারায় জ্বালো
বন্ধু ভালবাসার আলো ॥
আমার মন-পিদীমে জ্বালিয়ে তারে
আশার আলোতে দাও ভরি

ভয় করো না লক্ষ্মীটি
দেখবে পশু পক্ষীটি।
হরিনাথের হাতটি ধরে
চিড়িয়াখানায় বেড়িয়ে এসো।
এসো এসো দেখবে এসো
কে বলেছে জন্তু থাকে
জঙ্গলে আর বনে
তারা মানুষ-থেকো হয়ে থাকে
মানুষেরই মনে।
যদি চিনে রাখো এই পশুদের
ছোটবেলা থেকে
তবে বড় হয়েও ভয় পাবে না—
জন্তু মানুষ দেখে।
শোন রে খোকন শোন
আসলে সুন্দর আজ নয় মানুষের মন
এই সুন্দরবন
আছে মানুষেরই মনের ভেতর
জাত কেউটের দাঁতের বিষ—

আছে অজগরের মাথার মণি
দোয়েল পাখীর মিষ্টি শিষ,
আছে পোষ মানা সেই মেনি বেড়াল
ভল্লুকের নোখের আঁচড়
বেছে নে খোকন সোনা
যেটা হয় পছন্দ তোর
হরিনাথ বহুরূপী বলে যায় চুপিচুপি
মাথায় টুপী দিয়ে সে
এই পোষাকটি তার খুবই জবর।
ফুলের হাসি পাখীর গানে
মাতন জাগায় সবার মনে
জীবনতো ভাই একটুখানি
মানুষ হয়ে ভালবেসে
নাও না বুকে টান।

[৩]

চল্ চল্ চল্
ডাকছে নদী চল্ চল্ চল্
উথাল পাথাল ঢেউয়ে ডেকে যায়
কে যাবিরে আয় ॥
দখি আমার নাও যে ছুটে চলে
কি হারায় জানে না কি পায়।
দুরন্ত মোর মনের নাগাল
আজো পেলাম না রে
ঘাট চেনে না এমন মাঝি
চালায় ওগো যারে
ক্ষ্যাপা নদী কূল ভাঙে কার,
কার যে ঘট ভরে
খেয়াল বোঝা দায় ॥
উজান ঠেলে ফিরব কবে
আজো জানি না যে
কোন্ মায়াতে ভরবে এমন
পিদীম জ্বালা সাঁঝে
মাটির মানুষ বাঁধবে বাসা
আবার মাটির ঘরে
মধুর মমতায় ॥

[৪]

নন্দী— জয় জয় জয় জয় শিব শঙ্কর ॥
মহাদেব— আমি ভয়ঙ্কর বাজিয়ে ডুগডুগি
ত্রিশূল নিয়ে নাচি
জয় জয় জয় জয়
ষাড়ের পিঠে ঘুরে বেড়াই
আমি দিগম্বর ॥
জয় জয় জয়—জয় শিব শঙ্কর
নন্দী— প্রণাম কর
ত্রিভুবনে যে আছিস যেথা
ঐ পায়েতে নুইয়ে মাথা
চটপট গড় কর ॥
প্রথম সখি— শঙ্কর কই—কই রে ?
দিগম্বর তো ভোলানাথ
দ্বিতীয় সখি— মোদের অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে
বারে বারে পাতে হাত ॥
নন্দী— জাঁক করো না বিনোদিনী
ও গরবিনী দেমাক কর মিছে
গঙ্গাধরের জটায় ভাগিরথী ছটফটায়
ভুলে গেছ কি সে ॥
দ্বিতীয় সখি— ভুলি নি, মনে আছে সব
মা কালীর দাপট দেখে
ত্রিশূলটি নামিয়ে রেখে
ভোলানাথ হল কাৎ—
ভুঁয়েতে চিৎপাৎ
শক্তির পায়ের নীচে,
সাজলো নিজে শব
করে না নড়াচড়া
পড়ে থাকে যেন মড়া
শত ডাকে দেয় না সাড়া
তোদের ভয়ঙ্কর ॥
অন্নপূর্ণা— ছিঃ ছিঃ ও কি কথা
শুনে পাই প্রাণে ব্যথা
মরে যাই সরমে
পতির নিন্দে করিস তোরা
শিবে শব বলিস তোরা
ব্যথা বাজে মরমে ॥
মহাদেব— থাক থাক ঝগড়া থাক
গণ্ডগোল সব মিটে যাক
তোমারে আমি চিনি
অন্নপূর্ণা— তুমি বৈ কি আমি জানি
মহাদেব— তবে কিসের কানাকানি
চল না কৈলাসে—
অন্নপূর্ণা— চল যাই কৈলাসে
জয় জয় জয় জয় ॥

[৫]

কালারি বাঁশীতে মন যে চায় দিতে
গোপনে সাড়া দিয়ে যায় রে
জানে না তো বাঁশরিয়া ॥
আশা যে মরমে লুকাবে সরমে
পাবে না ভাষা কভু হায়রে
মানে না তো বাঁশরিয়া ॥
এ তরী উজানে ভেসেছে কার পানে
যে মোরে গুণ করে যায় রে
অকূলে যা আছে ডেকে নেব কাছে
রাখিব নয়ন তারায় রে
ও স্বপন মোহনিয়া ॥
মধুমতিহারে সাজালে আমারে
এ হিয়া সুরভিতে ছায় রে
কতটুকু চেয়ে কত গেছি পেয়ে
পেয়েছি আমি তোমায় রে
ওগো মন রাঙানিয়া।

বল তুমি কত সুধা কত সুধা
আহা একটু তোমার মধুর ছোঁয়ায়
পলকে সব জ্বালা জুড়ায়।
কেউ তো জানে না গো
আঘাত কখন পাবে
মায়ের বাঁধন ছিঁড়ে
কোথায় চলে যাবে ॥

বুকজোড়া ধন কাঁদে যখন
বুক যে ভেঙে যায়।
একটু তোমার মধুর ছোঁয়ায়
পলকে সব জ্বালা জুড়ায়
বল তুমি কত সুধা…
তাই তো বলি রক্ত নিয়ে
মিছেই নালিশ কর
কোথায় পাবে রক্ত মোছা
সুধা এমনতর।
অশ্রু যতই ওগো ঝরুক দু নয়নে
হোক না যতই ক্ষত তব রেখো মনে।
এমন সুধার নেই তুলনা
সারা দুনিয়ায়।
একটু তোমার মধুর ছোঁয়ায়
পলকে সব জ্বালা জুড়ায়
বল তুমি কত সুধা কত সুধা ॥

★
★★

আগামী ছবি !!

লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্সের

বসন্ত চৌধুরী
সাবিত্রী চ্যাটার্জী
বিকাশ রায়
অভিনীত

পরিচালনা
অর্দ্ধেন্দু সেন
সংগীত
সুধীন দাশগুপ্ত

সুশান্তমা

কাহিনী **নীরোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত**

ফিল্ম ক্ল্যাসিকের

চারণ কবি মুকুন্দ দাস

চিত্রনাট্য-পরিচালনা
নির্মল চৌধুরী
সংগীতে
পবিত্র চ্যাটার্জী

নাম ভূমিকায় ॥ **সবিতাব্রত দত্ত**

॥ বিশ্ব পরিবেশনা ॥

॥ ভবতারিণী পিকচার্স ॥

৮৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১৩

প্রকাশক ঃ প্রচার সচিব নিতাই দত্ত—ভবতারিণী পিকচার্স-এর পক্ষে।
মুদ্রক ঃ কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া ॥ অলঙ্করণ ঃ এস, স্কোয়ার
সম্পাদনা ও পরিকল্পনা ঃ **শ্রীপঞ্চানন**